দামুড়হুদায় তিনটি ছানাসহ মা বাঘ আটক

দামুড়হুদায় আহত অবস্থায় বিলুপ্ত প্রায় মেছো মা বাঘ সহ তিনটি ছানা আটক করা হয়েছে। আহত মেছো বাঘ সহ ছানাদের দেখতে উৎসুক জনতার ভীড় লক্ষ করা যায়। বাঘ ও ছানাদের চিকিৎসার জন্য দর্শনা প্রাণী সম্পদ হাসপাতালে নেওয়া পথিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে মা বাঘটির।
জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়ন জয়রামপুর তারিনিপুর গ্রামের মাজের মাঠে ভুট্টার খড়ির গাদার নিচে মা মেছোবাঘ ও তার তিনটি ছানা অবস্থান করছিলেন। খড়ির গাদা থেকে খড়ি আনতে যান তোয়াক্কেলের ছেলে রফিকুল ইসলাম ও মৃত. বানু মন্ডলের ছেলে এসময় তারা মেছোবাঘটিকে দেখতে পান। তারা ঐ সময় আরো তিনটি ছানা কে দেখেন। মেছোবাঘটি পিছুন ঘুরে বসে থাকা অবস্থায় রফিকুল মা বাঘটিকে কাঠের বাটাম দিয়ে মাজায় আঘাত করলে বাঘটি মারাত্মক আহত হয়।
এসময় তারা বাঘ ও বাঘের ছানাদের নিয়ে গ্রামের একটা বাঁশ ঝাড়ের নিচে রেখে দেন। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে সংবাদ সংগ্রহে পৌঁছান স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকার সংবাদকর্মীরা। মেছোবাঘ আটকের খবর টি সংবাদ কর্মীর মাধ্যমে জানানো হয় উপজেলা প্রাণী সম্পদ ও বন বিভাগকে।
খবর দেওয়ার ১ ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান উপজেলা বন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন ও বাগান মালি হুমায়ন আহমেদ। বর্তমানে ছানা তিনটি উপজেলা বন কর্মকর্তা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, সকাল ৬ টার দিকে মাজের মাঠে গাদা দিয়ে রাখা রফিকুলদের ভুট্টার খড়ি জসিমের পাট্টিলার যোগে মাঠ থেকে বাড়ি আনতে গিয়ে খড়ির গাদার নিচে মা মেছোবাঘ সহ তিনটি ছানা দেখতে পান। এসময় ভুট্টা খড়ির গাদা থেকে খড়ি নিতে গেলে রফিকুল ও জসিম দেখতে পান মেছোবাঘ ও তার তিন ছানাকে। পরবর্তীতে এক সাংবাদিক ভাই দামুড়হুদা বন বিভাগে মোবাইল করলে, বন বিভাগ থেকে কর্মকর্তারা আসলে মেছোবাঘ ও তার তিনটি ছানাকে উদ্ধার করে দর্শনা প্রাণী সম্পদ হাসপাতালে নিয়ে যান।
উপজেলা প্রাণী সম্পদ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মা মেছোবাঘ ও তার তিনটি ছানা কে উদ্ধার করে প্রাণী সম্পদ হাসপাতালে নেওয়া পথিমধ্যে মা মেছোবাঘটির মৃত্যু হয়। মাজা ও পিঠে মারাত্মক ভাবে

পিটিয়ে আঘাত করার ফলে লাঞ্চে আঘাত লেগে বাঘটির মৃত্যু হয়। উপজেলা বন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন জানান, মেছোবাঘ বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। এসময় ভুট্টা সহ বিভিন্ন ফসল কাটা সহ মাঠ-ঘাটে পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে এ প্রাণীর বাসস্থান সংকট হওয়ার ফলেই হয়তো তারা ভুট্টার খড়ি গাদার নিচে অবস্থান করছিলেন। মেছোবাঘটির ক’ একদিন আগেই বাঘটির তিনটি ছানা জন্ম হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথিমধ্যে মা মেছোবাঘটির মৃত্যু হয়েছে।
বর্তমানে তিনটি ছানা আমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। আমাদের পক্ষ থেকে উর্ধতন কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। আজ খুলনা ওয়াইল্ড লাইনে নেওয়া হতে পারে।

মেহেরপুরে দিনভর জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা অভিযান

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২য় দিনের মতো দিনভর করোনা জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা অভিযান চালানো হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকল পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের কোর্ট এলাকা থেকে শুরু করে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মোড়, হোটেল বাজার মোড়, পুরাতন বাস স্ট্যান্ড, কলেজ মোড়, তাহের ক্লিনিকের সামনে, ওয়াপদা মোড়, বড়বাজার এলাকা, কাথুলী সড়ক, শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান, বড়বাজার মোড়সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন দাশগুপ্ত, মাহমুদুল হাসান, কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম, সবিতা সরকারসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গণ পৃথক পৃথক ভাবে এ সচেতনতামূলক অভিযান চালান ।
অভিযান চলাকালে অযাথা বাড়ির বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়। একই সাথে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে না আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুর সোনালী ব্যাংকে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্য বিধি

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এ দেশ যখন দিশেহারা, সরকার এক প্রকার বাধ্য হয়ে ১ সপ্তাহের জন্য সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা দিয়েছে তখন মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক এক অন্য জগৎ।
সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সীমিত আকারে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ব্যাংকে লেনদেন করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। কিন্তু সময় সীমিত হওয়ার কারণে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ব্যাপক ভিড় করছেন গ্রাহকরা।
গতকাল মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংকের শাখায় দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। এ যেন এক অন্য জগৎ। বাইরে ঠেলাঠেলিতে অপেক্ষমাণ গ্রাহকদের নেই সুরক্ষা ব্যবস্থা। কে আগে সেবা নেবেন এ নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগে গেছে গ্রাহকদের মধ্যে। এতে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গ্রাহকরা চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম নেই। ব্যাংকের বাইরেও প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কয়েক’শ গ্রাহক ব্যাংকের ভিতর থেকে মেন গেট পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব না মেনে গাঁ ঘেষে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এদের কেউ কেউ মাস্ক ব্যবহার করলেও অনেককেই মাস্ক পড়তে দেখা যায়নি।
নাম প্রকাশ না করার সর্তে এক গ্রাহক বলেন, ‘সামাজিক দূরত্ব না মেনে কোনো প্রকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা ছাড়া যেভাবে ব্যাংকে গ্রাহকরা ভিড় করছেন তাতে সকল গ্রাহক এবং ব্যাংকের কর্মকর্তারাও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে। দ্রুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে চরম বিপর্যয় আসতে পারে।’
মেহেরপুর সোনালী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার নাজমুল হক বলেন, আমরা সরকার থেকে নির্দেশনা পেয়েছি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে। খোলা থাকার সময় কমিয়ে দিলে যে জনসমাগম কম হবে এমন তো না। তারপরও আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা সবদিক থেকে চেষ্টা করেও পারছি না, তাই এত উপচে পড়া ভিড় জমে যাচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন, শহরের হোটেল বাজারের মহাব্বত আলী (৪০), গার্লস স্কুল পাড়ার সুফিয়া খাতুন (৫০), মিশন স্কুল পাড়ার আল মাহমুদ(৪৬)।

কোটচাঁদপুরে সরকারি নির্দেশনা মানতে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন, লকডাউনে অনিহা সাধারণ ব্যবসায়ীদের

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনায় লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থানে উপজেলা প্রশাসন।
সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী লকডাউন নিশ্চিত ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি আদেশ অমান্য করায় অনেককে করা হচ্ছে জরিমানা।

লকডাউনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন সরকারি নির্দেশনা (লকডাউন) বাস্তবায়নে উপজেলার সাফদারপুর বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্দেশ অমান্য করায় এক কাপড় ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এরপরও লকডাউনে অনিহা প্রকাশ করছেন সাধারণ ব্যবসায়ীরা।

নির্বাহী অফিসার জানান, কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় থানা পুলিশ কাজ করছে। মহামারি করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা পালনের পাশাপাশি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

সেই সাথে জন-সাধারণের লকডাউন মেনে বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যহত থাকবে বলে জানান নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, সাফদারপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই অজিয়ার রহমান, সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন সহ পুলিশ ও আনসার সদস্য।
এদিকে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকলেও লকডাউনের আওতার মধ্যে থাকা অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসছেন।

ঝিনাইদহে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের হার, লকডাউন মান্তে নারাজ ব্যবসায়িরা

ঝিনাইদহে দ্রুত গতিতে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের হার কিন্তু ব্যবসায়ীরাসহ, সাধারণ মানুষ লক ডাউন মানতে অনিহা প্রকাশ করছে।

৬ তারিখ মঙ্গলবার ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে নতুন ৫২টি নমুনার ফলাফল এসেছে যার মধ্যে ২৩জন আক্রান্ত বলে জানা জানা গেছে। ঝিনাইদহে এ পর্যন্ত মোট ১১১০০নমুনা পরীক্ষা করে আক্রান্তে সংখ্যা ২৫০৫জন। বেশ কিছু দিন নমুনা পরীক্ষা এবং আক্রান্ত দ্ইু’ই কম ছিল কিন্তু গত ৪/৫ দিন এর সংখ্যা বেড়ে কয়েকগুণ হয়েছে।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিসের তথ্যমতে উপজেলা ভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যা সদরে নতুন ১৩ জনসহ মোট ১৩১৯ জন, কালীগঞ্জে নতুন ১ জনসহ ৫০০ জন, শৈলকূপায় নতুন ৩ জন সহ ২৯৩জন, কোটচাদপুরে নতুন ১ জনসহ ১৫০ জন, হরিনাকুণ্ডতে নতুন ৫ জনসহ ১৩৬জন এবং মহেশপুরে মোট ১০৭ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু বরণ করেছে ৪১ জন, এর মধ্যে সদরে- ২৭, কালীগঞ্জে- ৬, শৈলকূপায়- ৫, কোটচাঁদপুরে- ২ এবং হরিনাকুণ্ডে- ১ জন।

ঝিনাইদহে লকডাউন কার্যকর ভাবে পালন করতে মাঠে প্রশাসন, পুলিশ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সাংবাদিকরা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ঝিনাইদহের ব্যবসায়ীরা সারাদেশের ন্যায় লকডাউন বিরোধী অবরোধ, মানববন্ধন না করলেও সরকারের এই লকডাউন সিদ্ধান্তের প্রতি অনিহা প্রকাশ করছেন। তবে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ব্যবসায়ীদের লকডাউন বিরোধ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শহরের বাইরের হাট বাজার গুলোতে লকডাউন এবং স্বাস্থ্যবিধি সামান্যও মানা হচ্ছেনা। কাঁচা বাজার ও গরু ছাগলের হাটে মাস্ক না পরা লোকের সংখ্যায় বেশী, সেখানে কোন প্রশাসনের তদারকি নেই এমনকি হাট মালিকদের পক্ষ থেকেও স্বাস্থ্য বিধি মানার ব্যাপারে কোন মাইকিং করা হচ্ছে না। মঙ্গলবার উপজেলার বৈডাঙ্গা পশু হাটে গিয়ে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ে।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে লকডাউন কার্যকর করতে আমরা যথাযথ কাজ করে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আমরা আরও কঠোর হবো।

মুজিবনগরে গলায় ফাঁস দিয়ে দুই সন্তানের জননীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে স্মৃতি কর্মকার (৩০) নামের হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই সন্তানের জননী গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে।সোমবার দিবাগত রাতের যে কোন সময় নিজ ঘরের ফ্যান এর সাথে ওড়না পেচিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে আত্মহত্যা করে।
আত্মহত্যা কারি মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দক্ষিন পাড়ার বিপুুল কর্মকারের স্ত্রী।
স্হানীয়রা জানান, বিপুল নিজ গ্রামে কামারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের ভিতরে সাংসারিক অশান্তি খুব একটা ছিল না। তবে মাঝে মধ্যে স্মৃতি কর্মকার অসুস্হ থাকত। তবে কি কারনে সে আত্মহত্যা করল তা তাদের জানা নেই।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, স্মৃতি কর্মকার ও তার স্বামী বিপুল

কর্মকার এবং তাদের দুই সন্তান বিল্টু(৭) ও মেয়ে জ্যোতি (৪) কে নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে এক ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে রাতের কোন এক সময় পাশের ঘরের ফ্যানের সাথে ওড়না পেচিয়ে সে আত্মহত্যা করে। মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান জনান, বুধবার দিনগত রাতে যে কোন সময় সে পরিবারের অগোচরে আত্মহত্যা করে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির লোকজন দেখতে পেয়ে আমাকে জানালে আমি মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ থানা হেফাযতে নেই। মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, আমরা ঘটনা শোনার পর সেখানে গিয়েছি। লাশ উদ্ধার করে থানা হেফজতে নেওয়া হয়েছে। প্রথমিক তদন্তে আত্মহত্যার প্রমান পাওয়া গেলেও সঠিক ঘটনা জানার জন্য ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ময়নাতদন্ত শেষে রিপোর্ট আসলে জানা যাবে স্মৃতি কর্মকার আত্মহত্যা করেছে না তাকে হত্যা করা হয়েছে।

রোহানিয়ার পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন ঝিনাইদহের মেয়র

জুয়েল,ঝিনাইদহ

কোটচাঁদপুর উপজেলার কুশনা গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান রোহানিয়া আক্তার(১৯) ময়নসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরিক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। বাবা রুহুল আমিন একজন হতদরিদ্র কৃষক মা নাসিমা খাতুন একজন গৃহিনী। ৩ বোন ও ১ ভায়ের পরিবারে রোহানিয়া ২য় কন্যা। কুশনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পান, শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে এস এস সি পরিক্ষায় পান জিপিএ
৫। সরকারি কে এম এইচ কলেজ থেকে এইচ এস সি পরিক্ষায় পান জিপিএ ৫। এইচ এস সি পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যুদ্ধে সারা বাংলাদেশের মধ্যে ৮৮০ সিরিয়ালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ করে নেন। দাদির অপারেশন টেবিলে মর্মান্তিক মৃত্যুর গল্প শুনে তিনি ছোটবেলা থেকে ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখেন এবং তা আজ বাস্তবায়নের পথে। বড় বোন রুমা খাতুন যশোর এম এম কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে টিউশনি করিয়ে পরিবারের দেকভাল করেন। ঝিনাইদহ

জেলা কৃষক লীগের সেক্রেটারি আশরাফুল আলম আজ ঝিনাইদহ পৌরসভায় মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু মহদয়ের নিকট রোহানিয়াকে নিয়ে আসেন এবং সকল গল্প শুনে মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু মেধাবী শিক্ষার্থী রোহানিয়ার মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি ও পড়াশোনার দায়িত্ব নেন সেই সাথে সকল সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন কে কি রাজনীতি করে সেটা আমি দেখি না অসহায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রশান্তির স্থান থেকেই সহযোগিতা করি।

ঝিনাইদহে সপ্তাহ ব্যাপি কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ মাঠে

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত লকডাউন চলছে, সারাদেশে সোমবার (৫ এপ্রিল) সকাল থেকে সাতদিনের লকডাউন শুরু হয়েছে। সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে স্থানীয় ও দুরপাল্লার সকল প্রকার গণপরিবহন। কমেছে সড়ক-মহাসড়কের মানুষের চলাচল। সকাল থেকেই বন্ধ রয়েছে দোকান-পাট। নিত্যপ্রয়োজনী পণ্য, ঔষধসহ কিছু কিছু দোকান-পাট খোলা রাখা হয়েছে। এদিকে লকডাউন কার্যকরে মাঠে নেমেছে জেলা পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। শহরের আরাপপুর, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। বিনা কারণে বাইরে আসা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দু’একটি চলা ইজিবাইকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ঝিনাইদহতে প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবং বৈশ্বিক মহামারি করোনা প্রতিরোধে সোমবার থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহ ব্যাপি লকডাউন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় দিনে কঠোর ভাবে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মোঃ মুনতাসিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে জেলা পুলিশ বিভাগ মাঠে নেমেছে।
লকডাউন কালে জনসাধারণকে নিজ ঘরে নিরাপদ রাখতে মাঠে নেমেছে জেলা পুলিশ বিভাগ। প্রথমদিন সোমবার এবং দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্পটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ